গাংনীর কাথুলী সীমান্তে ২৪ বাংলাদেশিকে বিজিবির কাছে হস্তান্তর

গাংনী উপজেলার কাথুলী সীমান্তে পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ ২৪ জন বাংলাদেশিকে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর কাছে হস্তান্তর করেছে। মঙ্গলবার বিকেলে আন্তর্জাতিক মেইন পিলার ১৩২/৩ এস এর সামনে তেইরপুর এলাকায় এ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।

বিজিবি সূত্রে জানা যায়, হস্তান্তর হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে নারী, পুরুষ ও শিশু রয়েছে। তারা হলেন শরিফুল ইসলাম (৪৭), নিলিমা বেগম (৪১), আব্দুর রহিম (১৪), আদুরী খাতুন (৮), আশিক বিশ্বাস (১৬), রাতুল হোসেন (২১), কুলছুম খাতুন (১৮), উজ্জ্বল হোসেন (২), রেজাউল (৪০), জনি আহম্মেদ (১৮), রকিব হোসেন (২১), জিহাদ (২০), আবুবক্কর সিদ্দিক (২৪), হাসান আলী (২৬), জিন্নাত আলী (৩৪), জাফর চাপরাশি (৩৯), রাছেল হাওলাদার (২৭), আকতার হোসেন (৩২), রাজু (৩১), সিমা বেগম (৩১), শান্তা আক্তার (২৭), কাজী জসিম উদ্দিন (৪৭), লিলি খাতুন (৪৩) ও আছিয়া আক্তার (৮)।

পতাকা বৈঠকে বিজিবির পক্ষ থেকে কাথুলী কোম্পানির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার মো. কামরুজ্জামান এবং বিএসএফের পক্ষ থেকে ভারতের নদীয়া জেলার তেহট্টার ৫৬ ব্যাটালিয়নের তেইরপুর কোম্পানি কমান্ডার এসি আনচ কুমার উপস্থিত ছিলেন।

বিজিবি জানায়, এসব ব্যক্তি দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে শ্রমিকের কাজ করছিলেন। সেখানে ভারতীয় পুলিশ তাদের আটক করে বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করে। পরে বিএসএফ আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বিজিবির কাছে ফেরত দেয়।

কাথুলী বিজিবির দপ্তর কমান্ডার নায়েক সুবেদার কামরুজ্জামান বলেন, আইনি প্রক্রিয়া শেষে সবাইকে গাংনী থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি (তদন্ত) আল মামুন জানান, হস্তান্তর হওয়া ২৪ জনকে থানায় রাখা হয়েছে। যাচাই বাছাই শেষে তাদের পরিবারে ফিরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

গাংনীর ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরি, উদ্বেগ-শঙ্কায় গ্রামবাসী

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ঢেপা-পাঙ্গাসিপাড়ায় দুইটি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। গভীর রাতে একটি গোয়ালঘরের তালা ভেঙে এইড়ে ও গাভিন জাতের দুইটি গরু চুরি করেছে চোরের একটি সংঘবদ্ধ দল।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরো গ্রামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আগের মতো রাত জেগে গ্রাম পাহারা দিতে হবে, এমন দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন স্থানীয়রা।

স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী পরিবার জানায়, গতকাল সোমবার দিবাগত গভীর রাতে মানিক মিয়ার গোয়ালঘরের তালা ভেঙে দু’টি গরু নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা। ভোরে মানিকের ছোট ছেলে গোয়ালে গিয়ে দেখতে পায় দরজা খোলা, আর ভেতরে গরু নেই। গোয়ালঘরে মোট তিনটি গরু ছিল। চোরেরা একটি ষাড় ও একটি গাভি গরু চুরি করে নিয়ে গেলেও বাছুরটিকে ফেলে গেছে। সকালে সবাই গিয়ে দেখে—বাছুরটি এক কোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে, নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে ফাঁকা গোয়ালের দিকে।

গরুর মালিক মানিক হোসেন বলেন, রাত ১০টার দিকে পাড়া থেকে বাড়ি ফিরে গোয়াল পরিষ্কার করে গরু বেঁধে তালা লাগাই। সবকিছু ঠিকঠাক ছিল। সকালবেলা ছেলে বলে—‘বাবা, গরু নেই’। তখন দেখি তালা ভাঙা। চুরি হওয়া দুই গরুর মধ্যে একটি ষাড় ছিলো, যার বাজারমূল্য প্রায় ২ লাখ টাকা, আর গাভি গরুটির মূল্য প্রায় ৭৫ হাজার টাকা বলে দাবি করেন তিনি।

মানিকের পরিবারের সদস্যরা জানান, যত্ন করে, কষ্ট করে গরুগুলো বড় করছিলাম। এভাবে যদি চুরি হয়, গরু পালবো কিভাবে? এ ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি সামাল দেওয়া তাদের জন্য খুবই কঠিন।

এ ঘটনায় গ্রামের মানুষের মধ্যে চরম দুশ্চিন্তা দেখা গেছে। অনেকেই রাতের ঘুম হারাম করে পাহারার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তাদের চোখে মুখে

ফুটে উঠেছে ভয় ও ক্ষোভের চিত্র।

সেলিম হোসেন নামের এক গ্রামবাসী বলেন, এভাবে যদি চুরি হতে থাকে তাহলে কেউই নিরাপদ থাকবে না। আবার কি আগের মতো রাতে লাঠিসোটা নিয়ে গ্রামের সবাইকে পাহারা দিতে হবে?

শফিকুল ইসলাম নামের আর একজন বলেন, কয়েক বছর আগে চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় পুরো গ্রাম পালা করে পাহারা দিতাম। এখন আবার সেই দিন ফিরে আসবে কিনা, এই চিন্তায় সবাই।

ঘটনার খবর পেয়ে সকালে গাংনী থানার এস আই শিমুল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তারা গোয়ালঘরের ভাঙা তালা, গরু রাখার স্থান ও আশপাশ ঘুরে দেখেন।

এস আই শিমুল হোসেন বলেন, খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছি। আশেপাশের সিসি টিভি ফুটেজ দেখে চোর সনাক্তকরার চেষ্টা চালাচ্ছি। চুরি যাওয়া গরু উদ্ধার ও চোরদের আইনের আওতায় আনার জোর চেষ্টা চলছে।

জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ধানের শীষে ভোট দিন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের শালদহ গ্রামে বিএনপি কর্তৃক মহিলাদের নিয়ে এক উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল সোমবার বিকেলে আয়োজিত এ বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য ও আগামী জাতীয় নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীক থেকে বিএনপির সম্ভাব্য প্রার্থী আমজাদ হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক

সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দিন, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, বিএনপি নেতা অ্যাডভোকেট আতাউল হক আন্টু, গাংনী উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, সাবেক ছাত্র নেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, গাংনী পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান সারগীদুল আলম, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হুসাইন, যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ আলম রহিদুল।

বক্তারা বর্তমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, জনগণের অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে দলের অবস্থান তুলে ধরেন।

উঠান বৈঠক শেষে আমজাদ হোসেন এলাঙ্গী, রায়পুরসহ বিভিন্ন গ্রামে গণসংযোগ করেন। এ সময় তিনি বিএনপির ঘোষণা করা ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে পুরো এলাকায় নির্বাচনী আমেজ আরও জোরদার হয়ে ওঠে।

লিফলেট বিতরণকালে রাস্তার দু’ধারে শতশত নারী ভোটার ধানের শীষের এমপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনকে হাত তুলে অভিবাদন জানান।

গাংনীর মফিজ ফল ভাণ্ডার ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে ‘মফিজ ফল ভাণ্ডার’ ভাঙচুরের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দোকানটির স্বত্বাধিকারী মফিজুর রহমান।

গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় নিজ বাসভবনে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার ভাই রফিকুল ইসলাম।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, গত শনিবার বিকেলে গাংনী বাজারের আমিরুল মার্কেট ও এস এম প্লাজা মার্কেটের একদল লোক দোকানের ভেতরে ঢুকে জোরপূর্বক ভাঙচুর চালায়। প্রায় ৪০ বছর ধরে গাংনী বাজারে ফলের ব্যবসা করে আসছেন মফিজুর রহমান। জেলা পরিষদের কাছ থেকে ৯৯ বছরের জন্য লিজ নেওয়া দোকানঘরটিতেই তারা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, বাজারে চলমান রাস্তা নির্মাণ কাজকে কেন্দ্র করে ‘ম্যাপে না থাকা’ অজুহাতে অভিযুক্তদের একটি চক্র গত ৪-৫ মাস ধরে তাকে দোকান ভাঙার হুমকি দিয়ে আসছিল। এমনকি দোকান অক্ষত রাখতে তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। তিনি সেই চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ১৫ নভেম্বর দুপুর ২টার দিকে অভিযুক্তরা লোহার রড, লাঠিসহ একটি সংঘবদ্ধ দল নিয়ে দোকানে হামলা চালায়। তারা দোকানের মালামাল লুটপাটের পাশাপাশি প্রায় ৩০ লাখ টাকার ক্ষতি সাধন করে।

রফিকুল ইসলাম আরও জানান, হামলার সময় আসামি সালাউদ্দিন শাওন দোকানের ক্যাশ ড্রয়ার থেকে মহাজনকে দেওয়ার জন্য রাখা ১৫ লাখ টাকা জোরপূর্বক ছিনিয়ে নেয়। এ সময় বাধা দিতে গেলে মফিজুর রহমানকে মারধর করে দোকান থেকে বের করে দেয় হামলাকারীরা।

এ ঘটনায় মফিজুর রহমান গাংনী সাবেক পৌরমেয়র আমিরুল ইসলামের ছেলে সালাউদ্দিন শাওন, কাপড় ব্যবসায়ী রেজাউল হক, মানিক, সৌখিন বস্ত্রালয়ের মালিক রাশেদুল ইসলাম, কাপড় ব্যবসায়ী রবিউল ইসলাম রবি, ওয়ালটন শোরুমের স্বত্বাধিকারী সাজু এবং ইমন টেইলার্সের মালিক ইমনের নামে অভিযোগ দিতে গাংনী থানায় গেলে পুলিশ অভিযোগ না নিয়ে গড়িমসি করে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

সংবাদ সম্মেলনে মফিজুর রহমান জানান, এ ঘটনার পর থেকে তিনি ও তার পরিবার চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবি এবং শেখ হাসিনার ফাঁসির আদেশকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সোমবার বিকেলে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির উদ্যোগে এ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি বিএনপির কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।

মিছিলে নেতৃত্ব দেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দীন কালু, উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আউয়াল, জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা ও সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির নেত্রী ফরিদা পারভীন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রাশিদুল ইসলাম সোহাগ, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হামিদুল হক, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন এডাম, ইমন হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুল ইসলাম বিপ্লব, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সভাপতি রিপন হোসেনসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন বিএনপির নেতাকর্মীরা।

উল্লেখ্য, জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন না দেওয়ার পর থেকেই দলের একাংশের নেতাকর্মীরা আন্দোলন শুরু করেছেন। তাকে মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শান্তিপূর্ণভাবে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের

স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীদের অবস্থান কর্মসূচি

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইচবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের বিতর্কিত ভিডিও কলের অশ্লীল কথোপকথন ও অঙ্গভঙ্গের দৃশ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে বিদ্যালয় ক্যাম্পাস। রবিবার সকাল থেকে বিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনে প্রধান শিক্ষকের স্থায়ী বহিষ্কারের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দশম শ্রেণীর এক ছাত্রীসহ প্রধান শিক্ষকের ভিডিও কলে অশোভন কথোপকথনের ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর তারা ক্ষুব্ধ। তারা বলেন, একজন শিক্ষক যদি এভাবে শিক্ষার্থীর সাথে অশ্লীলতায় জড়ান, তাহলে আমরা কীভাবে নিরাপদে স্কুলে পড়াশোনা করব? স্থায়ী বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার হুঁশিয়ারিও দেন তারা।

অভিভাবকেরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যালয়ের পরিবেশ বেশ ভালো ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক এই ঘটনায় তারা চরম আতঙ্কে সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। তাদের বক্তব্য—অভিভাবকের পরেই শিক্ষকের স্থান। সেখানে কোনো শিক্ষক যদি নিজের অবস্থান ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে, তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুরক্ষা আর কোথায়?

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা জানান, প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদের এমন ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডে তারা বিব্রত ও ক্ষুব্ধ। শিক্ষকরা বলেন, এ ধরনের অনৈতিক ঘটনার বিচার হওয়া জরুরি, যাতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ফিরে আসে এবং অন্যরা ভবিষ্যতে এমন নিন্দনীয় কাজে জড়ানোর সাহস না পায়।

বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মোখলেসুর রহমান জানান, ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসার পরই প্রধান শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী বহিষ্কারের প্রক্রিয়া চলমান। আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত দ্রুতই জানানো হবে।

মেহেরপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম বলেন, ভিডিওটি ভাইরাল হওয়ার পর সভাপতির মাধ্যমে প্রধান শিক্ষককে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত শেষে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হবে।

গাংনীতে বিএনপির প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণমিছিল

মেহেরপুর-২ আসনের বিএনপির মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেনের ধানের শীষের পক্ষে এক বিরাট গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাঁশবাড়িয়া থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে গাংনী বাজার এলাকায় এসে শেষ হয়।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী অংশজুড়ে এ গণমিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

গণমিছিলে নেতৃত্ব দেন বিএনপির দলীয় প্রার্থী, সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আমজাদ হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, গাংনী উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোরাদ আলী, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি মতিয়ার রহমান মোল্লাহ, জেলা কৃষক দলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান গাড্ডু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান খোকন, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মটমুড়া ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, গাংনী পৌর বিএনপির নেতা খাইরুল আলম কালাম, বিএনপি নেতা মামুন, সাবেক ছাত্রনেতা ও তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর আলম, মটমুড়া ইউনিয়ন যুবদলের সভাপতি সোহেল রানা, মহিবুল ইসলাম, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুলেরি আলভী, সাবেক ছাত্রনেতা নুরুজ্জামান হাকা, জেলা ছাত্রদলের সাবেক

সভাপতি নাজমুল হুসাইন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন আহমেদ, সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আসমা তারাসহ স্থানীয় বিএনপির নেতৃবৃন্দ। এছাড়াও জেলা ও উপজেলা বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদল ও স্বেচ্ছাসেবক দলের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা খণ্ড খণ্ড মিছিলকে ঘিরে পুরো এলাকায় সৃষ্টি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। গাংনী উপজেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে দলে দলে মানুষ মিছিলে যোগ দেন। পুরুষ ভোটারের পাশাপাশি নারীদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো। ব্যানার, ফেস্টুন, প্ল্যাকার্ড, মাথার ওপর উড়তে থাকা ধানের শীষের প্রতীক সব মিলিয়ে মহাসড়কজুড়ে তৈরি হয় নির্বাচনী উচ্ছ্বাস।

মিছিল চলাকালে আমজাদ হোসেন সমর্থকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে অভিবাদন জানান। নেতাকর্মীদের স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো এলাকা। নির্বাচনে ধানের শীষের পক্ষে ভোট চেয়ে তিনি গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। মিছিলে অংশ নেওয়া অনেক নারী ভোটার বলেন, পরিবর্তনের স্বপ্ন নিয়ে তারা ধানের শীষকে সমর্থন করছেন। দিনভর আয়োজনে অংশ নেওয়া কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে গণমিছিলটি পরিণত হয় এক বিশাল শো অফ স্ট্রেংথে।

গাংনীতে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার মহিলা দলের বিক্ষোভ

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে এবার বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে উপজেলা ও পৌর মহিলা দলের নেতাকর্মীরা।

আজ শনিবার সকাল ১১টার দিকে গাংনী ফুটবল মাঠ থেকে গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সভানেত্রী ফরিদা পারভীনের নেতৃত্বে মিছিলটি বের হয়ে শহর প্রদক্ষিণ শেষে গাংনী বিএনপি অফিসে গিয়ে শেষ হয়। পরে সেখানে

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য দেন মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান লাইলা আরজুমান বানু, গাংনী উপজেলা মহিলা দলের সাধারণ সম্পাদক খালেদা ইয়াসমীন, ধানখোলা ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী শিল্পী খাতুন, বামন্দী ইউনিয়ন মহিলা দলের সভানেত্রী জেসমিন আক্তার ও কাথুলী ইউনিয়ন সভানেত্রী হানুফা খাতুন।

বক্তারা বলেন, মেহেরপুর-২ আসনে যেভাবে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে, তা দলীয় জনমতের পরিপন্থী। আমরা এই মনোনয়ন অবিলম্বে বাতিল করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি। অন্যথায় আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

বিক্ষোভ সমাবেশে উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে মহিলা দলের আগত নেত্রী ও কর্মীগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রসঙ্গত, বিএনপির সম্ভাব্য মনোনয়ন ঘোষণার পর থেকে মেহেরপুর-২ আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন বিএনপির একাংশের নেতাকর্মীরা। এ আসনে বিএনপি থেকে মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক এমপি ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন।

গাংনীতে প্রধান শিক্ষকের সাথে ছাত্রীর ভিডিও ভাইরাল, উত্তপ্ত সোশ্যাল মিডিয়া

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার হাড়াভাঙ্গা এইসবি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রাজু আহমেদ ও দশম শ্রেনীর এক ছাত্রীর অনলাইনে পরকীয়ার ভিডিও ভাইরাল হওয়ায় সোশ্যাল মিডিয়াতে চলছে সমালোচনার ঝড়।

গতকাল শুক্রবার বিকাল থেকে ইমোতে চুমাচুমি ও অশ্লীল কথাবার্তার ভিডিও ভাইরাল হয়। ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে কথাবার্তার এক পর্যায়ে ওই

ছাত্রীটি ঠোঁটে চুমা চাই। এসময় রাজু আহমেদ অশ্লিল অঙ্গভঙ্গি করে চুমা দেন। এদিকে ভিডিওটি কয়েকটি ফেসবুকে আপলোড দেয়ার সাথে সাথে এলাকার বিপুল সংখ্যক ফেসবুকে আপলোড ও শেয়ার হয়ে যায়। এরপর পরই কমেন্ট শুরু হয়।

অনেকেই লিখেছে, এই শিক্ষকের বিচার হওয়া দরকার। অনেকেই শিক্ষক রাজু আহমেদের বিচার দাবি ও স্কুল থেকে বহিষ্কারেরও দাবি করেছেন। তবে, অনেকেই শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধেও নানাভাবে বিষোদাগার করেছে।

আক্তারুল নামের এক সোশ্যালিস্ট লিখেছেন এটা যদি সত্যি হয় তাহলে আপামর জনসাধারণের প্রতি আমার আকুল আবেদন শিক্ষাঙ্গন বাঁচাতে এই শিক্ষককে বয়কট করুন, কাজিপুরবাসি এগিয়ে আসুন। একজন লিখেছেন, ‘৫৪ বছরের বৃদ্ধর সাথে ১৪ বছরের ভিডিও চুমাচুমি,,, এই হচ্ছে শিক্ষাঙ্গনের অবস্থা’।

এব্যাপারে রাজু আহমেদের সাথে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগ করার জন্য কল দিলেও কলটি কেটে দেন। তার হোয়্যাটসঅ্যাপে ম্যাসেজ ও কল দিলেও রিসিভ করেননি।

এব্যাপারে গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন বলেন, ভুক্তভোগী ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে লিখিত অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে। তারা আদালতেও যেতে পারবেন।

গাংনী আসনে এনসিপি থেকে দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিলেন অ্যাড. সাকিল

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন থেকে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) এর প্রার্থী হিসেবে অ্যাডভোকেট সাকিল আহমেদ দলীয় মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন। আজ সন্ধ্যায় এনসিপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তিনি এই মনোনয়নপত্র জমা দেন।

[illegible] (NLA) [illegible]

[illegible] (SPP) [illegible]

[illegible]

[illegible] ‘[illegible]’ [illegible]